যুগান্তর

তারিখ ... 29 NOV 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

গাইড থেকে প্রশ্ন

কর্তৃপক্ষের শৈথিল্য রহস্যজনক

জেএসসিতে গাইডবই থেকে প্রশ্ন করায় অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার পর এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর ঘটবে না, এটাই ছিল সবার প্রত্যাশা। কিন্তু উদ্বেগজনক খবর হল, আবারও গাইডবই থেকে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার যুগান্তরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা যায়, এবারের জেএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের ইংরেজি প্রথম পত্রের কয়েকটি প্রশ্ন গাইডবইয়ের সঙ্গে মিলে গেছে। অভিযোগটি গুরুতর। মাধ্যমিকের যেসব শিক্ষক জেএসসির প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত, তাদের কেউ কেউ কেন গাইডকে প্রাধান্য দেন এ রহস্য উদঘাটন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে অনৈতিক লেনদেনের কোনো ঘটনা ঘটে কিনা, তাও খতিয়ে দেখা দরকার। প্রশ্ন হল, যেখানে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সঙ্গে অনেক শিক্ষক যুক্ত থাকেন, সেখানে প্রশ্ন গাইডবইয়ের সঙ্গে মিলে যায় কী করে? যেহেতু একইরকম ঘটনা আবারও ঘটেছে, তাই এবার বিষয়টিকে আরও গভীরভাবে তদন্ত করে সব অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। কিছু শিক্ষকের কোচিং বাণিজ্যের কারণে শিক্ষকদের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এ প্রেক্ষাপটে এমন সন্দেহ জোরালো হতে পারে যে, গাইডবইয়ের সঙ্গে প্রশ্ন মিলে যাওয়ার নেপথ্যে কোনো অনৈতিক কর্মকাণ্ড জড়িত।

শিক্ষার্থীদের গাইডবই নির্ভরতা কমাতেই সৃজনশীল পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবতা হল কেবল শিক্ষার্থী নয়, অনেক শিক্ষকও সৃজনশীল পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা নেয়ার জন্য গাইডের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। দেশের অনেক মাধ্যমিক শিক্ষক সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন প্রণয়নেও গাইডের ওপর নির্ভর করেন। পেশার প্রতি দায়িত্বশীল হলে কোনো শিক্ষক এ লজ্জাজনক কাজটি না করে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তুলতেন। প্রশিক্ষণের পরও যেসব শিক্ষক সৃজনশীলে দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ, তাদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কঠোর হওয়া দরকার।

অব্যাহত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাধ্যমিকের সব শিক্ষকের দক্ষতা বাড়ানোর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। মেধাবীদের এ পেশায় আকৃষ্ট করতে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হলে এ ধরনের অনেক সমস্যার আর উদ্ভব হবে না। নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সারা দেশে নোট ও গাইডের রমরমা ব্যবসা বন্ধ হচ্ছে না। কর্তৃপক্ষের শৈথিল্যই কি এজন্য দায়ী? শিক্ষাক্ষেত্রে এ ধরনের কলঙ্কজনক ঘটনা আর ঘটবে না, এটাই সবার প্রত্যাশা।